

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২২, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে মে, ২০১১/৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২২শে মে, ২০১১ (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত  
হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ৭/২০১১

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০  
সনের ৬নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন)  
আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—আইনগত সহায়তা প্রদান আইন,  
২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (জ)  
এ উল্লিখিত “ধারা ৭” শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে “ধারা ৬” শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

( ৪৩৪৩ )

মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। ২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“(১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

- (ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
- (খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;
- (গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল;
- (ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
- (ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
- (চ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;
- (ছ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;
- (জ) মহা-কারা পরিদর্শক;
- (ঝ) ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;
- (ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি;
- (ট) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;
- (ঠ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারি সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;
- (ড) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;
- (ঢ) পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।”।

৪। ২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(কক) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যান্য অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;”;

(আ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“(ছছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার পৌরসভার একজন মেয়র, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;”;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ), (ট) ও (ঠ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ এবং দফা (ছছ) এর অধীন মনোনীত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে :

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।”।

৫। ২০০০ সনের ৬নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(৩) বোর্ডের সদস্য আইন ও বিচার বিভাগের সচিব এবং সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।”।

### উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং প্রতিটি জেলায় গঠিত জেলা কমিটি উহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সরকারি রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম আরও নিবিড় ও সুসংহত করার লক্ষ্যে উক্ত আইনের কতিপয় ধারার সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। প্রস্তাবিত বিলটি আইনে পরিণত হলে আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং জেলা কমিটি আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩। এমতাবস্থায়, আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ  
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

আশফাক হামিদ  
সচিব।